প্রসঙ্গ : মরিচঝাঁপি
দণ্ডকারণ্য ফেরত উদ্বাস্তুদের প্রতি— জ্যোতি বসু

এপ্রিল, ১৯৭৮

প্রিয় ভাইবোনেরা,

আপনাদের বর্তমান দুঃসহ অবস্থার জন্য আমি গভীর বেদনা বোধ করছি। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। ইতিমধ্যে আপনাদের মধ্যে কয়েকজন মারাও গেছেন। অনেকে অসুস্থ হয়েছেন, রোগাক্রান্ত হয়েছেন। এক অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে আপনারা একরকম খোলা আকাশের নিচেই আছেন।

আপনারা যেভাবে দণ্ডকারণ্য থেকে চলে এসেছেন তাতে বেশ বোঝা যায় যে ওখানে বসবাসে আপনাদের যথেষ্ট অসুবিধা ছিল বা আছে। কিন্তু লোকের অসৎ পরামর্শে এবং যে সমস্ত অসত্য তথ্য ও অমূলক আশ্বাস দিয়ে আপনাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তা যে সঠিক নয় এবং সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর এই কয়েকদিনে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন।

এই কুচক্রীরা আপনাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে আপনাদের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে বিপদে ফেলে দিয়েছেন। সুন্দরবনে জমি আছে এবং এখানেই আপনাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে যারা আপনাদের মিথ্যা বুঝিয়ে নিয়ে এসেছেন তারা কোথায়? আপনাদের এই বিপথে এনে বিপদে ঠেলে দিয়ে এরা নিজেরা এখন আত্মগোপন করে সুখে আছেন। এদের চিনে রাখুন, এদের থেকে দূরে থাকুন, আপনাদের হঠাৎ এই চলে আসা পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারকে যথেষ্ট বিব্রত করেছে। স্থানীয়ভাবে হাজার হাজার মানুষকেও অসুবিধায় ফেলেছে অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে আপনাদের হাসনাবাদে নিয়ে এসে স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে বিরোধের মধ্যে আপনাদের ফেলে দেবার চক্রান্ত করা হচ্ছে।

আপনাদের অবগতির জন্য জানাই যে সুন্দরবনে নতুন করে কোনো বসতির সম্ভাবনা নেই। সেখানে স্থানীয় অসংখ্য খেতমজুর ও গরিব মানুষদের জন্যও কোনো ব্যবস্থা করা যায়নি। প্রয়োজনীয় জমিও তাদের দেওয়া হয়নি। সুন্দরবনে বসবাস উপযোগী অথবা চাষের যোগ্য আর কোনো জমি নেই। ওখানে নদীর জল নোনা, চাষআবাদ করে ফসল তৈরি করা খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। নিচু জমি, বাঁধ দিয়ে জল আটকাতে হয়। আপনারা বুঝতে পারছেন এমতাবস্থায় সুন্দরবনে নতুন করে লোকের পুনর্বসতি কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সুন্দরবনে পুনর্বাসন সম্পর্কে আপনাদের মনে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে তা একান্তভাবে উদ্দেশ্যমূলক, একথা আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের বর্তমান অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল মালকানগিরি অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন। তাঁরা সরেজমিনে তদন্ত করে বুঝেছেন যে আগামী ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যেই অর্থাৎ আর দেড়-দুই বছরের ভেতরই ওখানে কৃষিজমিতে সেচনের জল পাওয়া যাবে। জমি উর্বর এবং দু-ফসলা তিন ফসলা হবে বলে আশা করা যায়। এতদিন ধরে কষ্ট সহ্য করে থাকবার পর ঠিক যখন কিছু সম্ভাবনা, কিছু আশার আলো দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে আপনারা কুচক্রীদের প্ররোচনায় এই জায়গা-জমি ছেড়ে দিয়ে চলে এসে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করছেন, এক নিদারুণ অনিশ্চিত অবস্থায় এসে পড়েছেন। আমরা আপনাদের এই অহেতুক দুর্দশা নিরসনে বদ্ধপরিকর। বামফ্রন্ট সরকার আপনাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল এবং আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। আমি নিজে আপনাদের সমস্যাবলি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, আপনারা দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাতে অন্তত আপনাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দেওয়া হয় ও কৃষিকাজের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া হয়, সেজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জোরদার সুপারিশ করেছি। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকার যা কিছু করবার সবই করেছেন।

আপনারা ইতিমধ্যেই অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। হাসনাবাদ থেকে নদী পার হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আপনাদের আর এক বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। নদীর ওপারের অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে রিলিফের কোনো ব্যবস্থা নেই, পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ পাড়ে রিলিফের যে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে তা থেকেও যাতে আপনারা বঞ্চিত না হন এবং সে সুযোগ যাতে আপনারা প্রত্যেকেই নিতে পারেন সেইজন্য আপনাদের এপারেই ফিরে আসতে অনুরোধ করছি। দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাবার আগে আপনাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে

আপনারা সেখানে ফিরে আসুন। ছেলেমেয়ে এবং পরিবারের সকলকে নিয়ে ত্রাণ শিবিরের সাহায্য নিন।

দীর্ঘদিনের শ্রম ও কষ্টের মধ্য দিয়ে যে ঘর সংসার দণ্ডকারণ্যে আপনারা গড়ে তুলেছিলেন তা আবার স্থায়ী ও সুন্দরভাবে গড়বার জন্য আপনারা দৃঢ় সংকল্প নেবেন বলে আমি আশা করি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের এই কথা বলতে পারি যে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ও সাহায্যে ওখানে যাতে আপনারা সুষ্ঠু পুনর্বাসন পান, নাগরিকের পূর্ণ মর্যাদা পান, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট পান, আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা পান ও সম্মানের সঙ্গে স্থানীয়ভাবে বসবাস করতে পারেন তার সবরকম চেষ্টা করা হবে।

আমি তাই আপনাদের কাছে আবার অনুরোধ করি আপনারা দণ্ডকারণ্যে ফিরে চলুন, সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুন। এই উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকার আপনাদের সঙ্গে আছেন, আপনাদের সর্বতোভাবে সহায়তা করবেন।